মিট দ্যা প্রেসে মুখ্যমন্ত্রী

গত ৪০ বছর ধরে ত্রিপুরাকে ভুলপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক্ষণে সঠিক পথে এসেছে

জয়ন্ত দেবনাথ

শুধু বামফ্রন্টের ২৫ বছর নয়, এর আগের ১৫ বছরের কংগ্রেস ও অন্যদলের শাসনেও ত্রিপুরা ভুলপথেই পরিচালিত হয়েছে। গত ৪০ বছর পর ত্রিপুরা সঠিক পথে এসেছে। রাজ্যকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো সহ ত্রিপুরাকে দেশের মধ্যে একটা মডেল রাজ্য বানাতে যা যা করার করবে বিজেপি-আইপিএফটি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব আজ(৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯) লোকসভা ভোটের মুখে প্রেস ক্লাব আয়োজিত এক মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে একথা বলেন। মিট দ্যা প্রেস-এ মুখ্যমন্ত্রীকে কোন সাংবাদিক কি কি প্রশ্ন করেছেন নিম্নে তা সংক্ষেপে তোলে ধরা হলোঃ

সঞ্জীব দেবঃ গত এক বছরে আপনার সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য কি?

মুখ্যমন্ত্রীঃ ড্রাগস ফ্রি ত্রিপুরা। যদিও এটা অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল-কিন্তু ব্যাপক সাফল্য এরই মধ্যে এসেছে। প্রায় ৮.৮% মহিলা সংক্রান্ত অপরাদের ঘটনা এর ফলে রাজ্যে হ্রাস পেয়েছে। গত একবছরে ড্রাগ সংক্রান্ত ৭২৯টা কেস হয়েছে। ২৫০ জন ড্রাগ মাফিয়া জেলে গেছে। ৩০৪ জনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই চার্জশিট ৭২ হাজার কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। একই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর নেশার টেবলেট, ব্রাউন সুগার হিরোইন। এই প্রক্রিয়া জারী রয়েছে। ড্রাগ সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনা জিরো পার্সেন্ট না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান চালু থাকবে।

দীপন্ত মজুমদারঃ নির্বাচনের আগে বিজেপি যতগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তাঁর মধ্যে ক'টি এখন পর্যন্ত পূরণ করা গেছে?

মুখ্যমন্ত্রীঃ আগের সরকার নির্বাচনের পূর্বে যেসব প্রতিশ্রুতি দিতো নির্বাচনের পড়ে এ সব ভুলে যেতো। কিছুই পূরণ হতো না। আমরা সরকারে আসতেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শুরু করি। প্রথম কেবিনেটেই সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ লাঘু করতে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়, এবং ভার্মা কমিটি গঠন করা হয়। পূর্বতন সরকার প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা

ঋণ সমস্যায় রেখে যায়। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষ ফান্ড চাওয়া হয়। এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তিন দফায় ৭৫০+৭৫০+৩০০ সর্বমোট ১৮৩০ কোটি টাকার বিশেষ সহায়তা রাজ্যেকে দিয়েছে। এরফলে সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতনক্রম চালু করা গেছে। বাকি ভাতাদি ধীরে ধীরে দিয়ে দেওয়া হবে। আরও চার বছর সময় রয়েছে। কেন্দ্রেও একই দলের সরকার থাকায় প্রাথমিক এই আর্থিক ধাক্কা সামলানো গেছে।

দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ভাতা নূন্যতম ২০০০ টাকা করা হবে প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রথম ধাপে আমরা ১০০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছি। খুব সহশাই বর্ধিত হারে সামাজিক ভাতা চালু হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ স্মার্টফোন দেওয়া হবে স্নাতক কলেজ পড়ুয়াদের। এলক্ষ্যে ১২০০০ স্মার্টফোন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। মূলত এই তিনটি প্রধান প্রতিশ্রুতিই বিজেপি-র ভিসন ডকুমেন্টে ছিল। যেগুলি রুপায়নের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

সুভাষ দাসঃ গত একবছরে বেকারদের জন্য কি কি করা হয়েছে? কতটা চাকুরী বা কাজ তাদের দেওয়া গেছে?

মুখ্যমন্ত্রীঃ রোজগার মানেই সরকারী চাকুরী নয়। গত ২৫ বছরে পূর্বতন সরকার এটাই বেকারদের বুঝিয়েছে যে রোজগার মানেই সরকারী চাকুরী। এজন্যে পার্টি অফিসে লাইন দিতে হত। এন্টারপ্রিওনারশীপ ডেভেলপমেন্ট করা হয় নি। আমরা চাইছি এন্টারপ্রিওনারশীপ ডেভেলপমেন্ট হোক। কিন্তু তাই বলে রাজ্যে সরকারী চাকুরী বন্ধ হয়ে যায় নি। সরকারী চাকুরী যতটা পারা যায় দেওয়া হবে।

গত একবছরের মধ্যে ১১০ জন চিকিৎসকের চাকুরী হয়েছে। ডাই-ইন হারনেস-এ চাকুরী হয়েছে ২৭১ জনের। অন্যান্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে চাকুরী হয়েছে প্রায় ১৪০০। ৮০০ এর মতো নয়া এন্টারপ্রিওনারশীপ বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপনে নথীভুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে আরও ৪০০০ স্বরোজগারী হবে। নয়া ফুডপার্ক হয়েছে। কৃষকদের জন্য বিভিন্ন যোজনা চালু করা হয়েছে। শিল্প আসছে। আনারস চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এসবের মাধ্যমেও প্রচুর রোজগার সৃষ্টি হয়েছে। এফ সি আই কৃষকদের কাছ থেকে বেশী দামে ধান ক্রয় করছে। সরকারী সাহায্যে আধুনিক রাইস মিল বসানো হচ্ছে। টি এস আর বাহিনীতে ২০১৪ জনের চাকুরী হবে। অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই বলা যায় রাজ্যে রোজগার ধীরে ধীরে বাড়ছে।

প্রবীর শিলঃ প্রথম দু'টি বাজেটই ঘাটতিহীন করেছেন। কিভাবে সম্ভব হয়েছে?

মুখ্যমন্ত্রীঃ আমাদের সরকারের প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য ছিল- রাজ্যের মানুষকে স্বনির্ভর করা। পূর্বতন সরকার ১৩০০ কোটি টাকা ঋন রেখে গেছে। এই অবস্থায় ঘাটতিহীন বাজেট করাটা খুবই কঠিন কাজ ছিল। তাঁর উপর ভয় ছিল ঘাতিতিহীন বাজেট করা হলে পাছে না কেন্দ্রীয়

সরকার বলেন, তোমরাতো ঘাটতিহিন বাজেট করেছো। তাই বিশেষ আর্থিক সাহায্যের কি দরকার? তাই বহু চিন্তা ভাবনা করে বাজেট তৈরী করেতে হয়েছে। বাজেটে আবার অতিরিক্ত করও বসানো হয়নি। আগে নিজস্ব কর সংগ্রহের অবস্থাও খুব খারাপ অবস্থায় ছিল। ১০% এর কম ছিল বার্ষিক কর সংগ্রহ, কিন্তু আমরা ক্ষমতায় এসেই স্বচ্ছ ভাবে সব প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু করি। এবং এর ফলও পাই। নিজস্ব কর সংগ্রহ প্রায় ২৬% বেড়ে গেছে। আগের সরকারের মতো কেন্দ্র দিচ্ছেনা স্লুগান আমরা দিতে চাইনা। নতুন দিশায় আমরা সব কাজকর্ম করছি।

সম্পাদক চিনিককঃ এডিসিকে অধিক আর্থিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল? তাঁর কি হলো?

মুখ্যমন্ত্রীঃ সংবিধানের ২৮০ নং ধারা সংশোধন করা হয়েছে। রাজ্যের উপজাতি মানুষের শিক্ষা সংস্কৃতি, ভাষা, সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতির মান উন্নয়ন সহ যাতে এডিসির হাতে সরাসরি কেন্দ্রীয় ফান্ড আসে, এলক্ষ্যেই এই সংবিধান সংশোধনী আনা হয়। খুব শীঘ্রই এর সুবিধা এডিসি পাবে। আগের সরকার এলক্ষ্যে কোন কাজ করেনি। উপজাতি এলাকার কোন উন্নতি হয়নি। উপজাতি ছেলে মেয়েরা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে খুব ভালো ফল করুক পূর্বতন সরকার এলক্ষ্যে কোন কাজ করেনি।

জয়ন্ত দেবনাথঃ বিজেপির ভিসন ডকুমেন্টে বলা হয়েছিল দল ক্ষমতায় এলেই প্রথম এক বছরের মধ্যে রাজ্যের সরকারী দপ্তর গুলিতে যে ৫০ হাজার শুন্যপদ রয়েছে সেগুলিপূরণ করা হবে। তাঁর কি হলো? এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর গুলিতে কত বেকারের সরকারী চাকুরি হয়েছে?

প্রশ্ন ২: ভিসন ডকুমেন্টে বলা হয়েছিল এডিসিতে ব্যাপক হারে দুর্নীতি হচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রতিটি দুর্নীতির ঘটনার তদন্ত হবে। এবং দোষীদের গারদে পুড়া হবে?

প্রশ্ন ৩: সব মিলিয়ে গত এক বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কত বেকারের চাকুরী হয়েছে এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিমে কত বেকারের ট্রেনিং ও চাকুরী বা বেকারকে স্বনির্ভর করা গেছে? দিল্লী থেকে এপর্যন্ত কত কোটি টাকা পাওয়া গেছে?

মুখ্যমন্ত্রীঃ ৫০ হাজার বেকারকে সরকারী দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হবে প্রথম এক বছরের মধ্যে এমন কথা ঠিক নয়। সবাই এর ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন । বলা হয়েছিল ঘরে ঘরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, রোজগার দেওয়া হবে। আর সেলক্ষ্যে বিজেপি- আইপিএফটি সরকার যা যা করার করছে।

এডিসির দুর্নীতির তদন্তের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন- শুধু এডিসি নয়, সব জায়গার দুর্নীতিরই তদন্ত হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহনের কথা মিডিয়াতেও এসেছে। প্রচুর সরকারী কর্মচারী অফিসার বরখাস্ত হয়েছেন। আরও হবে। এম জি এন রেগার কাজে যুক্ত দুর্নীতিগ্রস্থ বেশ কিছু

অফিসার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এফ আই আর হয়েছে। আরও চার বছর বিজেপি সরকারে মেয়াদ রয়েছে। ধীরে ধীরে সব দুর্নীতিরই তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি হবে।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কত বেকারের চাকুরী হয়েছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কম করেও ৫ হাজার বেকারের চাকুরী হয়েছে। আর স্বরোজগারের কথা বললে সব মিলিয়ে সব স্কিমের হিসাব করলে ৫০ হাজারের বেশী লোকের কর্মসংস্থান হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এর তরফে এখন পর্যন্ত বিশেষ আর্থিক সাহায্যের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৭৫০+৭৫০+৩০০ সব মিলিয়ে তিন দফায় ১৮০০ কোটি টাকা এপর্যন্ত দিল্লী থেকে অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। অবশ্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইস্যুতে উথ্যাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে মুখ্যমন্ত্রী ভুলে যান। তবে এপ্রসঙ্গে অন্য এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই সরকারের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যেই হচ্ছে রাজ্যকে স্বনির্ভর ও এরাজ্যের বেকারদের স্বউদ্যোগী বানানো। তাই স্কিল ডেভেলাপমেন্টে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

সেবক ভট্টাচার্য: গত এক বছরে টুরিজম সেক্টর থেকে কত ট্যাক্স বা রেভিনিউ এসেছে? এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ট্যাক্স অন্য কোন সেক্টর থেকে এসেছে? দ্বিতীয়ত, রাজ্যে গনতন্ত্র কতটা সুরক্ষিত? কেননা, বিরোধীরা বলছে এরাজ্যে গনতন্ত্র সুরক্ষিত নয়?

মুখ্যমন্ত্রীঃ গনতন্ত্র কতটা সুরক্ষিত আপনি থানায় পা রাখলেই বুঝতে পারবেন। এখন থানাতে গিয়ে পার্টি অফিস থেকে এসেছি বলতে হয় না। এফ আই আর নথীভুক্ত করতে থানায় নেতার ফোন আসে না। থানা বাবু রাজনৈতিক পরিচয়ও জিজ্ঞেস করেননা। সবক্ষেত্রেই একটা স্বচ্ছতা এসেছে। প্রশাসনিক কর্মকান্ড স্বচ্ছতার সাথেই হচ্ছে, তাই ট্যাক্সও আদায় হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, আগে সরকারী অফিসে না গিয়ে ট্যাক্সের টাকাটা পার্টি অফিসে গিয়ে দিলেই চলতো। এক্ষণে সবকিছু অনলাইন হয়ে গেছে। আগের মতো সার্ভিস ট্যাক্স ইঙ্কাম ট্যাক্স নিয়ে মানুষকে দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয়না। মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সহজ সরল জি এস টি-এর কারনে ট্যাক্স প্রচুর আদায় হচ্ছে এরাজ্যেও।

সুজিত চক্রবর্তীঃ গাঁজা এরাজ্যে চাষ হয়। কিন্তু অন্যান্য নেশা সামগ্রী ব্রাউন সুগার, হেরোইন, নেশার টেবলেট আসে বহিঃরাজ্য বা বহিঃদেশ থেকে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাজ্য বা দেশের সাথে কোন কথাবার্তা বলবে কিনা ত্রিপুরা সরকার ?

মুখ্যমন্ত্রীঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে জুরাম থাঙ্গা ক্ষমতায় আসার পর আমরা মিজোরামে পুলিশ টিম পাঠিয়েছিলাম। জুরাম থাঙ্গা তার রাজ্যেও সব ধরনের ড্রাগস নিসিদ্ধ করেছে, ত্রিপুরাতে মিজোরাম দিয়েই বেশী ড্রাগস আসে। মিজোরাম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বন্ধের চেষ্টা চলছে।

গাঁজা চাষ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল- রাজ্যে ১০০০ কোটি টাকার গাঁজা নির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আঘাত এসেছে বলে অনেকেই বিকল্প কিছু না দিয়ে গাঁজা বিরোধী অভিযান প্রকট

করায় তাকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি সবাইকেই বলেন – রোজগারের বিকল্প গাঁজা চাষ হতে পারে না। আর গাঁজা চাষ বন্ধ হয়েছে বলে কোন ড্রাগ মাফিয়া বা গাঁজা চাষী না খেতে পেয়ে মারা গেছে এমন খবর নেই। তিনি গাঁজা চাষিদের ফুল গাছ বা অন্য কিছু করতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, জাতীয় সড়কের পাশেও ফুল গাছ লাগানো হবে। জাতীয় সড়কের পাশে ২ লাখ মানুষ বসবাস করেন। এরাই রাস্তার পাশের এসব গাছ গাছালির দেখবাল করবেন। এজন্যে প্রতিটি পরিবারকে প্রতিমাসে দুই শত টাকা করে দেওয়া হবে। এজন্যে বছরে ৪৮০ কোটি টাকা খরচ হবে। রাজ্যের জাতীয় সড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে এতে। টুরিস্ট আকর্ষণ বাড়াতেই এসব করা হবে। গত ৪০ বছর ধরে ত্রিপুরার মানুষকে ভুল পথে চালিত করা হয়েছিল। বিজেপি এক্ষণে সঠিক পথ দেখাচ্ছে রাজ্যবাসীকে।

ভুপাল চক্রবর্তীঃ প্রজ্ঞাভবনের এক অনুষ্ঠানে পুলিশের বৈঠকে এক পুলিশ অফিসার সত্য কথা বলায় নাকি আপনি উনাকে প্রচন্ড বকাঝকা করেছেন? এই অভিযোগ সাংসদ জিতেন চৌধুরীর। দ্বিতীয়ত মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণে আপনার কি চিন্তা ভাবনা?

মুখ্যমন্ত্রীঃ এই সরকার, সরকারী প্রশাসন কেমন চলছে এটা সবাই ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন। জীতেন চৌধুরী কোথায় কি বলেছে- এই সবের জবাব দিতে আমি এখানে আসিনি। ওরা নেগেটিভ রাজনীতি করে। এসব নেগেটিভ রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

মন্ত্রীসভা সম্প্রসারন ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য হলো- এটা নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে দিন। সাংবাদিকরা এ নিয়ে না ভাবলেই ভালো। সময় এলে সম্প্রসারন হবে। আপনারাও জানতে পারবেন।

সমর চক্রবর্তীঃ আমি ঊনকোটি ও ধলাই জেলায় কাজ করি। গ্রাম পাহাড়ে ঘুরে দেখেছি এই সরকারের উপর মানুষের প্রচন্ড 'এক্সপেক্টেশান'। ধলাই বা উনকোটির মানুষ রেল চায়। ট্যুরিজমের উন্নতি চায়। রাজ্যের বহু স্কুলের ছেলে মেয়েরাই রাজ্যের বহু টুরিস্ট স্পট চেনেনা। এলক্ষ্যে সরকার স্কুলের ছেলে মেয়েদের জন্য বিশেষ কোন 'টুরিস্ট পেকেজ' চালু করবে কিনা?

মুখ্যমন্ত্রীঃ সাংবাদিক বন্ধুরা একটি কথা জেনে রাখবেন এখন আর কোন কিছু পেতে আন্দোলন করতে হয় না। হবে না। ভাতা বৃদ্ধি যখন বিনা আন্দোলনে হতে পারে পর্যটন বিকাশও বিনা আন্দোলনেই হবে। দেওঘর এক্সপ্রেস, রাজধানী এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, হামসফর ট্রেন – কোন কিছুর জন্যেই আন্দোলন করতে হয়নি। কিন্তু এসব হয়েছে। তবে যা হবে আইন মেনেই হবে। এক্সপ্রেস রেল কিছু দূর দূর থামানো যায় না। সরকার রাজ্যে রেল ট্র্যাক ডাবল লাইন করার চেষ্টা করছে। পেসেঞ্জার ট্রেনও চালানো হবে। ধলাই ঊনকোটি সব জায়গার মানুষের জন্যই এই সরকার সমানভাবে চিন্তা করে। এটা জনগণের সরকার। ট্যুরিজম ঢেলে সাজানো হচ্ছে জনগণের উন্নতির লক্ষ্যেই আগে ট্যুরিজমে টাকা লুট হয়েছে। আমি সেদিন মিটিং করেছিলাম দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে। কুমার আলোকও ছিল। কোথায় কিভাবে টাকা

খরচ হয়েছে জবাব দিতে পারেননি কেউ। বলা হয় ১০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু না নিরমহল না ছবিমুড়া কোন জায়গারই কোন উন্নতিই হয় নি।

অভিজিৎ ঘোষঃ আপনি বলেছেন থানাগুলিতে প্রচুর মামলা নথীভুক্ত হচ্ছে। আগে হতো না। মহিলারা এরাজ্যে আগের চেয়ে বেশী সুরক্ষিত। কিন্তু দেখা যায় সন্ধ্যার পর এশহরেই মহিলা থানার গেইট তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সম্প্রতি বিধানসভায় বলেছেন রেগা দিয়ে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনা যায় না। আপনিও আগে একথা বলেছেন। কিন্তু এক্ষণে আবার আপনার সরকারই রেগার শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির কথা বলছেন?কি বলবেন?

মুখ্যমন্ত্রীঃ রেগা মানুষের বিকল্প অর্থনীতি নয়। এটা শেষ পর্যন্ত যে মানিক সরকারকে বোঝাতে পেরেছি এটাই আমার বড়ো জীত। আর মহিলা থানার দরজা সন্ধ্যার পর বন্ধ হয়ে যায় এটা আপনার কাছ থেকেই আমি প্রথম শুনলাম। এমনটা হয়ে থাকলে আমি দেখবো। তবে এটা ঠিক এরাজ্যে মহিলারা আগের চেয়ে বেশী সুরক্ষিত। মহিলা সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনাও হ্রাস পাচ্ছে।

ওবিসি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল কংগ্রেস সিপিএম এর কারনে রাজ্য সভায় ওবিসি বিল পাশ করা যায়নি। বিজেপি ওবিসি বিরোধী নয় বলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবী।

সানিত দেবরায়ঃ পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ তোষণের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে তারা। কিন্তু এখন দেখছি আপনাদের সরকারও ব্যাটারী চালিত রিক্সাগুলিকে বৈধতা দিতে গিয়ে একই তোষণনীতির আশ্রয় নিচ্ছেন। বলা হচ্ছে লাইসেন্স দিয়ে কিছু নিয়মবিধির মাধ্যমে শহরে ই-রিক্সা, ব্যাটারি রিক্সা চলতে দেওয়া হবে। মন্ত্রীসভাও নাকি এর অনুমোদন করেছে। কিন্তু এমনিতেই রিক্সার যন্ত্রণায় শহরে পথচলা দায়। তারা কোন নিয়মনীতি মানেনা। এক চূড়ান্ত ট্রাফিক বিশৃঙ্খলা চলছে রাজধানী শহরে। তাছাড়া একই রকম ভাবে পূর্বতন বহুমানুষ স্থায়ী বাজারগুলির আশে পাশে শহরের রাস্তার ধারে দোকান নিয়ে বসে যাচ্ছে। সরকার কিছুই করছেনা। আপনাদের সরকারও কি তোষণের এই পূর্বতন পথেই চলবে?

মুখ্যমন্ত্রীঃ শহরের যানজটের সমস্যা সমাধানে আমাদের পরিবহণ মন্ত্রী প্রানজিৎ সিংহ রায় খুব চেষ্টা করছেন। একজনের কাছে কুড়িটি রিক্সার লাইসেন্স দিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা এগুলি দেখছি ও ব্যবস্থা নিচ্ছি। অটোতে মিটার চালু হয়েছে। এবং পরিবহণ দপ্তরের কাজকর্মও অনলাইনে চলছে। আরও অনেক কিছু করতে হবে। তবে গরীব রিক্সা চালকদের কথাও আমাদের ভাবতে হচ্ছে। তাই লাইসেন্স নিয়ে গলিপথে তাদেরকে যাত্রী পরিবহণ করতে বলা হয়েছে। প্রকৃত রিক্সা চালককেই লাইসেন্স দেওয়া হবে। ওপার থেকে এসে আগের মতো কেউ এক্ষণে লাইসেন্স পাবেনা। পার্টির সুপারিশেও এক্ষণে কিছু হবে না। রাস্তার পাশে পথ দখল করে দোকান পাটের কারনে যে সমস্যা হচ্ছে এ ব্যাপারে আমরা অবগত। আমার মেয়েও দেখি আনেক সময় ট্রাফিক

জটের কারনে যথাসময়ে স্কুলে পৌঁছুতে পারেনা। এসব সমস্যাগুলি আমি জানি। একটু সময় দিন, এসব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

অরুন নাথঃ সরকার না পার্টি কোনটা চালাতে গিয়ে আপনাকে সবচেয়ে বেশী বেগ পেতে হচ্ছে?

মুখ্যমন্ত্রীঃ দু'টি দু'রকম অভিজ্ঞতা। পার্টি বা সংগঠন চালাতে আমার কাছে টিম রয়েছে। পার্টি চালাতে গিয়ে আমি কখনো কঠিন, কঠোর আবার কখনো উদার দৃষ্টিভঙ্গী নেই। কিন্তু সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা ভিন্ন। সরকার চালাতে হয় আইন মেনে। এটা কঠিন কাজ। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বটা 'গুরু দায়িত্ব'। এটা আমি অনুভবও করি। কিন্তু এসরকার ৩৭ লাখ ত্রিপুরাবাসীর কল্যানের কথা মাথায় রেখেই সবকিছু করছে, করবে।

জয়দীপ চক্রবর্তীঃ মুদ্রা যোজনায় বেকারদের ঋণ পেতে অসুবিধা হচ্ছে। বহু ব্যাঙ্ক ম্যানাজার গ্যারান্টার ছাড়া ঋণ দিতে চাইছেনা। এর সুরাহা কি?

মুখ্যমন্ত্রীঃ এটা দীর্ঘদিনের মাইন্ড সেট। সহশাতো এটা বদলে ফেলা যাবেনা। চেষ্টা চলছে। সরকার এব্যাপারে অবগত রয়েছে।

পিনাকী দাসঃ একদিকে বলছেন ড্রাগস ফ্রি ত্রিপুরা। আবার দেখা যাচ্ছে 'মদের কনজামশান' - এরাজ্যে রেকর্ড তৈরী করেছে। আবার ট্যুরিজমের স্বার্থে বা রেভিনিউ বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বার'-এর লাইসেন্সও দেওয়ার কথা হচ্ছে ? বার লাইসেন্স কি সত্যিই দেওয়া হচ্ছে?

মুখ্যমন্ত্রীঃ বার লাইসেন্স এর প্রস্তাব রয়েছে। কেননা, রাজস্ব বৃদ্ধি ও ট্যুরিজম প্রমোট করতে গেলে যা যা করার সবই করতে হবে। এখন তো মদের দোকানের কোনাতেই মদ খায় লোকে। পুরসভার ড্রেন থেকে ট্রাক দিয়ে বোতল সরাতে হয়। তাই এসব বন্ধে পলিসি তৈরি হচ্ছে। যা হবে নিয়মের মধ্যেই করতে হবে।

তরুন চক্রবর্তীঃ গাঁজা চাষকে বৈধতা দিতে অসুবিধা কোথায়, লাইসেন্স দিয়ে অন্য জায়গায় তো গাঁজা চাষ হচ্ছে?

মুখ্যমন্ত্রী: গাঁজা চাষ কেন? ফুল চাষেও তো প্রচুর লাভ। ফুলের দামও বেশী গাঁজার থেকে। আমি নিজেও ধনপুরের এক জায়গায় দেখেছি এক ফুল চাসী প্রতি মাসে তের লাখ টাকার ফুল বিক্রি করে। তাও শুধু গাঁদা ফুল বিক্রি করে। তাই গাঁজা চাষ না করে আমি বলবো বেকাররা ফুল চাষ করুক। এতে স্বরোজগারীর সংখ্যাও বাড়বে।

রাজীব চক্রবর্তী: আই পি এফ টি নেতারা বলেন ত্রিপুরা ভাগ চাই? আপনি আবার প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের উদ্দেশ্যে বলেন 'মা' যেন ত্রিপুরাকে অখন্ড রাখেন? কিভাবে

তিপ্রাল্যান্ডের দাবীর সঙ্গে আপনার অখন্ড ত্রিপুরার তালমিল রাখেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি দিল্লীতে বাংলো নিয়েছেন। কতটাকা দিতে হয় এজন্যে?

মুখ্যমন্ত্রী: আপনি কি খুশী নন এনসি-র সঙ্গে একসঙ্গে ক্ষমতায় আছি বলে। আলাদা পার্টি আলাদা এজেন্ডা হতেই পারে। ত্রিপুরার লোকশান হয় এমন কাজ সরকারে আসার পর আইপিএফটি তো করছে না। তাহলে সমস্যা কোথায়? সরকার এক জিনিস, পার্টি অন্য জিনিস। আর দিল্লীতে বাংলো নিতে খুব বেশী টাকা লাগে না।

সুজিত চক্রবর্তী: আইপিএফটি বলছে দুই লোকসভা আসনেই তারা প্রার্থী দেবে? আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

মুখ্যমন্ত্রীঃ আইপিএফটি-র কে একথা বলেছে? সুজিত চক্রবর্তী ও অন্য এক সাংবাদিক তখন বলেন অনন্ত দেববর্মা। মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা জানতে চান অনন্ত দেববর্মা কে? মুখ্যমন্ত্রী বলেন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এনসি দেববর্মার সঙ্গে কথা বলে। অমিত ভাই শীঘ্রই রাজ্যে আসছেন।